গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাযালয়
বিরামপুর, দিনাজপুর।
www.deo.birampur.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং-উশিঅ/দিনাজ/বিরাম/৪১০ তারিখ: ১৭/০৮/২০২২ খ্রি.

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০১.২০.২৯৩, তারিখ: ০৮/০৯/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র বিরামপুর উপজেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

১৭/০৮/২২
মোছাঃ মিনারা বেগম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
বিরামপুর, দিনাজপুর।
১৭/০৮/২২

উপসচিব,
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	বিরামপুর		
২। জেলাঃ	দিনাজপুর		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১১৬	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৩ টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১২৯৮৮৮	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৫৬৯ জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		০২/০৩/২০২২ খ্রি.	
৮। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০৮ টি	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোছাঃ মিনারা বেগম	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueobpur@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইল নম্বরঃ		০১৭১২২৩৪২৩৫	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্র.নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালুকরার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১৬ টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ নম্বর সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি)	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: ১১২ টি • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুম মিটিং, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: ৯০০০০০ টাকা • অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্র.নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১৬ টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	০৩ জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	০৪ জন
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাস হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগলমিটে/ হোয়াটসএপে/ ফেসবুক লাইভে ক্লাস পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি)	• গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা; • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা; • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যেম নো সামাজিক ভীতি;
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	• অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;

সার্বিক মন্তব্য : করোনাকালীন সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা পেয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি নিরাময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে বিদ্যালয়সমূহ পরবর্তীতে বন্ধ না করার জন্য সুপারিশ করছি।

২৭.০৬.22

মোছাঃ মিনারা বেগম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
বিরামপুর,দিনাজপুর